তারিখ ... 19 FEB 2017
পৃষ্ঠা 2 ... কলাম 2 ...

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা সংরক্ষণে মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট

■ সাব্বির নেওয়াজ

দেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীগুলোর ভাষার পাশাপাশি বাংলা উপভাষা সংগ্রহ ও সংরক্ষণে কাজ চলছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে। কাজ চলছে বাংলা উপভাষা নিয়ে। সব মিলিয়ে নতুন ছয়টি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হচ্ছে এ প্রতিষ্ঠানটিতে। এর মধ্যে দুটি এরই মধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে। বাকি চারটিও বাজেট বরাদ্দ সাপেক্ষে ধীরে ধীরে বাস্তবায়ন করা হবে।

সমকালের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাতে এসব কথা জানান আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক, অধ্যাপক জীনাত ইমতিয়াজ আলী। রাজধানীর সেগুনবাগিচায় প্রতিষ্ঠিত এ ইনস্টিটিউটের ছয় বছরের অর্জন ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কেও কথা বলেন তিনি।

বাংলা উপভাষা সংগ্রহসহ নতুন ৬ পরিকল্পনা

এ দেশের জাতীয় শহীদ দিবস ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর জাতিসংঘ থেকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার পর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট গড়ে ওঠে। ২০০১ সালের ১৫ মার্চ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাজধানীর সেগুনবাগিচায় এই প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এ অনুষ্ঠানে জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব কফি আনান উপস্থিত ছিলেন। গত ২০১৫ সালে এটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান থেকে জাতিসংঘের ইউনেস্কোর সহযোগী প্রতিষ্ঠানে উন্নীত হয়ে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা পাচ্ছে। ইউনেস্কোর চলমান ইউনেস্কোর ৩৮তম সাধারণ অধিবেশনে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটকে জাতিসংঘের ক্যাটাগরি-২ ইনস্টিটিউটে উন্নীত করার প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে পাস হয়। এ অধিবেশনে জাতিসংঘের ১৯৫টি দেশ ও ৮টি সহযোগী দেশের শিক্ষামন্ত্রী ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেন।

অধ্যাপক জীনাত ইমতিয়াজ আলী জানান, প্রায় ৫ বছর ধরে কাজ করে প্রতিষ্ঠানটি থেকে বাংলাদেশের নৃ-ভাষার বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা করা হয়েছে। এটি বই আকারে ২০ খণ্ডে প্রকাশের পরিকল্পনা রয়েছে। বাংলা ও ইংরেজি দুই ভাষায় এ সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে। বর্তমানে এর প্রথম দুই খণ্ড প্রকাশের কাজ চলছে। তিনি আরও জানান, পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট বাংলাদেশের উপভাষা সংগ্রহ ও সংরক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছে। এ উপভাষা সংগ্রহের কারণ, এগুলো এখন হারিয়ে যাচ্ছে। এ নিয়ে কর্মশালা করা হয়েছে।

কার্যক্রমের অগ্রগতি সম্পর্কে অধ্যাপক জীনাত জানান, ইনস্টিটিউটের ছয়তলার নির্মাণকাজ শেষ হয়েছে। এটিতে ভাষা জাদুঘর রয়েছে, যা বর্তমানে ভার্চুয়ালাইজেশন করা হচ্ছে। ভাষা লাইব্রেরি ও বিশ্বের লিখন বিধির আর্কাইভ তৈরি করা হচ্ছে। একই সঙ্গে চলছে ডকুমেন্টেশন ও ভাষার প্রমিতকরণের কাজ। ভাষার ইতিহাস সংরক্ষণ ও বিদেশিদের জন্য বাংলাসহ বিশ্বের ১০টি ভাষা শিক্ষার লক্ষ্যে চলছে 'ভাষা শিক্ষা কেন্দ্র' স্থাপনের কাজ। ভাষার ইতিহাস সংগ্রহের কাজ এরই মধ্যে অনেকদূর এগিয়েছে। ভাষাচর্চা নিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে। এগুলো বই আকারে প্রকাশ করা হবে।

ইনস্টিটিউটের

■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৩

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর

[দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর]

মহাপরিচালক বলেন, 'বর্তমানে মাত্র ৯৩ জন এখানে কাজ করছেন। জনবল বাড়ানোর কাজ চলছে। প্রথম দিকে এখানে ভাষা বিষয়ে বিশেষায়িত জনবল কাঠামো ছিল না। এ সংকট কাটিয়ে উঠতে প্রথম শ্রেণি ও তদূর্ধ্ব কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। শিগগিরই তাদের পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট এখন থেকে বাংলাদেশ সরকারের পাশাপাশি ইউনেস্কোর লোগো ব্যবহার করতে পারছে। ইউনেস্কোর ক্যাটাগরি-২ প্রতিষ্ঠান হিসেবেও এ প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রসারিত হচ্ছে। ইউনেস্কো পরিচালিত 'মাতৃভাষা-আশ্রয়ী শিক্ষা', 'টেকসই উন্নয়নের জন্য শিক্ষা' ইত্যাদি কার্যক্রমে এটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করছে। ইউনেস্কোর সঙ্গে এটি পারস্পরিক জ্ঞান বিনিময় ছাড়াও দক্ষতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ এবং কৌশলগত কর্মসূচি বাস্তবায়নের সুযোগ পাচ্ছে। বিভিন্ন দেশের বিলুপ্তপ্রায় ভাষা সংরক্ষণ, লালন ও সম্প্রসারণেও এ প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। বিশ্বে এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এখন এটিসহ ৯৫টি। এর মধ্যে এশিয়া মহাদেশে আছে চারটি। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ২০১৫-১৭ মেয়াদে ইউনেস্কোর ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন।